"শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"
"শেখ হাসিনার দর্শন-সেবক হয়ে কর্ম সম্পাদন"

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩

গেন্ডা, সাভার, ঢাকা

Website: www.dhakapbs3.org.bd, E-mail: dhakapbs3@gmail.com

"গ্রাহক সেবা নির্দেশিকা"

গ্রাহকের জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

- সান্ধ্য পিক-আওয়ারে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। আপনার সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ অন্যকে আলো জ্বালাতে সহায়তা করবে।
- সংযোগ বিচ্ছিন্ন এড়াতে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন এবং বিলম্ব মাশুল পরিশোধের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকুন।
- বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়কল্পে মানসম্মত এনার্জি সেভিং বাল্ব ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ একটি মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহারে ভূমিকা রাখুন।
- বৎসরান্তে পবিস হতে আবাসিক গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। আপনি না পেয়ে থাকলে আজই সংগ্রহ করুন।
- মিটার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনার। এর সঠিক সুষ্ঠু অবস্থা ও সীল সমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।
- লোড শেডিং সংক্রান্ত তথ্য ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩ এর সংশ্লিষ্ট এলাকার আওতাধীন অভিযোগ কেন্দ্র থেকে জানা যাবে।
- বিদ্যুৎ চুরি ও এর অবৈধ ব্যবহার থেকে নিজে বিরত থাকুন ও অন্যকে নিবৃত করুন। বিদ্যুৎ চুরি ও অবৈধ ব্যবহার রোধে আপনার জ্ঞাত তথ্য অভিযোগ কেন্দ্রে অবহিত করে সহযোগিতা করা আপনার দায়িত্ব।
- একটি সংঘবদ্ধ অসাধু চক্র চালু লাইন হতে ট্রান্সফরমার/ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি/তার চুরির সাথে জড়িত। সুতরাং আপনার এলাকার উপরোক্ত চুরি রোধে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করুন। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি রোধে আপনার এলাকায় চুরি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে পাহারার ব্যবস্থা করুন।
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্রের তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের উপরে রাখুন।
- পিক আওয়ারে সাধারন পানির পাম্প, ইলেকট্রিক ওভেন, ইলেকট্রিক হিটার, ইস্ত্রি, ওয়েল্ডিং শপ, রাইচ মিল, স-মিল, রি-রোলিং মিলসহ সকল ধরনের ভারী লোড না চালানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।

- সেচ কার্যে পানির অপচয় রোধে "অল্টারনেটিং ওয়েটিং এন্ড ড্রাইং" পদ্ধতি ব্যবহার করুন।
- আবাসিক সংযোগ হতে বানিজ্যিক/ শিল্পে বিদ্যুৎ ব্যবহারে বিরত থাকুন।
- অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত লোড সংযোজন হতে বিরত থাকুন।
- 'এক খানা-এক মিটার' নীতিতে মিটার সংযোগ প্রদান করা হয়। বিদ্যুৎ বিল কমানোর জন্য একাধিক মিটার সংযোগ প্রদানের সুযোগ নাই বিধায় এরুপ আবেদন বাতিল বলে গন্য করা হয়।
- নতুন সংযোগ/ সংযোগের মালিকানা পরিবর্তনের সময়ে দাখিলকৃত ডকুমেন্টের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান/ সংযোগের মালিকানা পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। শুধুমাত্র স্থাপিত মিটার দ্বারাই কোন সম্পত্তির মালিকানা নির্ধারন করা যাবে না।

অভিযোগ কেন্দ্রঃ

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩ এর "অভিযোগ কেন্দ্র" সমূহে বিদ্যুৎ বিভ্রাট/ লোড শেডিং, মিটার সংক্রান্ত তথ্য/ অভিযোগ জানানো যাবে। অত্র অফিসের কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার অভিযোগ কেন্দ্রের মোবাইল নম্বর নিম্নে দেওয়া হল ঃ

কর্মকর্তা / গ্রাহক সেবা কেন্দ্র এর নাম	মোবাইল নম্বর
সিনিয়র জিএম	০১৭৬৯৪০০৬৮৮
ডিজিএম(টেকনিক্যাল)	০১৭৬৯৪০০১২৮
ডিজিএম, ধামরাই জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০০১৩৩
ডিজিএম, কুশুড়া জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০০১৩১
ডিজিএম, আমিনবাজার জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০০১৩০
ডিজিএম, শিমুলতলা জোনাল অফিস	০১৭৩০৭৯৪৬৯৩
এজিএম(ওএন্ডএম), সদর দপ্তর	০১৭৬৯৪০১৯৮৮
এজিএম (এমএস)	০১৭৬৯৪০১৯৮৯
এজিএম(প্রশাসন)	০১৭৬৯৪০১৯৯০
এজিএম(অর্থ-হিসাব)	০১৭৬৯৪০১৯৯১
এজিএম(এইচআর)	০১৭৬৯৪০১৯৯২
এজিএম(অর্থ-রাজস্ব)	০১৭৬৯৪০১৯৯৩
এজিএম(পিএন্ডএম)	০১৭৬৯৪০০৪০৬
এজিএম(ইএন্ডসি)	০১৭৬৯৪০০৪০৮
এজিএম(প্রশাসন)	০১৭৬৯৪০১৯৮৯
এজিএম(ওএন্ডএম), কুশুড়া জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০০৩৯৫
এজিএম(ওএন্ডএম), ধামরাই জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০০৩৯৬
এজিএম(ওএন্ডএম), আমিনবাজার জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০০৩৯৯
এজিএম(ওএন্ডএম), শিমুলতলা জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০১৯৮৭
এজিএম(ওএন্ডএম), নয়ারহাট সাব জোনাল অফিস	০১৭৬৯৪০১৯৯৪
সদর দপ্তর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১০৭৫
ফুলবাড়ীয়া এরিয়া অফিস	০১৭৬৯৪০১০৭৮
সাভার গ্রীড	০১৭৬৯৪০১০৬৭
ধামরাই অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১০৭৯
সুয়াপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১০৮২
ধানতারা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০২৬২৮

কাউন্দিয়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০২২০৫
কাওয়ালিপাড়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৩০৭৮৩৩২০
কালামপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১০৮১
আড়ালিয়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১০৫৭
কুশুরা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১০৮৩
বালিয়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১০৮৪
আমিনবাজার অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১৯৫৫
ট্যানারী এরিয়া অফিস	০১৭৬৯৪০১০৭২
ভাকুর্তা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১০৭৩
চাকুলিয়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১০৭৪
শিমুলতলা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৩০৭৯৪৬৯২
আড়াপাড়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১০৭৬
রাজাশন এরিয়া অফিস	০১৭৬৯৪০১০৭৭
জাহাঙ্গীরনগর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০২৬৫২

নতুন সংযোগ গ্রহণঃ

সন্মানিত সংযোগ প্রত্যাশীগনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহনের জন্য আবেদনের সাথে নিম্নোক্ত ডকুমেন্ট প্রয়োজন হবে ঃ

(ক)আবেদনকারীর স্বাক্ষর সম্বলিত যথাযথভাবে পূরনকৃত ০১ কপি ছবিসহ আবেদনপত্র। অনলাইনে আবেদন করার জন্য www.dhakapbs3.org.bd এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করুন ।

(খ) জাতীয়তা সনাক্তকরনের ডকুমেন্ট (যেমনঃ জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম সনদ/ পাসর্পোট এর ফটোকপি)। অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ছবি স্ক্যান করে সংযুক্ত করতে হবে এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

(গ)পূর্বে কোন মিটার সংযোগ থাকলে ঐ মিটার/ মিটারসমূহের বিপরীতে পরিশোধিত বিদ্যুৎ বিলের ফটোকপি।

(ঘ)প্রস্তাবিত সংযোগস্থলের মালিকানা সংক্রান্ত দলিল পত্রের সত্যায়িত কপি। লীজ/ ভাড়াকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে লীজ ডিড এগ্রিমেন্ট এবং ডিড এগ্রিমেন্টকৃত সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত দলিল পত্রের সত্যায়িত কপি।

(ঙ)এলটি শিল্প সংযোগের আবেদনের ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স ও লে-আউট প্ল্যানের কপি। এইচটি শিল্প সংযোগের আবেদনের ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স, উপকেন্দ্রের লে-আউটপ্ল্যান ও সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রামের কপি।

(চ)প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য ডকুমেন্টের প্রয়োজন হলে তা জমা দিতে হবে।

সোলার সিষ্টেমঃ

আবাসিক সংযোগের ক্ষেত্রে ২কিঃওঃ এর অধিক এবং শিল্প ও বানিজ্যিক সংযোগের যে কোন পরিমান লোডের জন্য সোলার সিষ্টেম স্থাপন করার সরকারী নির্দেশনা রয়েছে।

বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত অভিযোগঃ

বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ সদর দপ্তর, জোনাল অফিস / সাব জোনাল অফিসে যোগাযোগ করলে তাৎক্ষনিক সমাধান/সম্ভব হলে তা নিস্পত্তি করা হবে।

অন্যথায় একটি নিবন্ধন নম্বর দিয়ে পরবর্তী যোগাযোগের সময় জানিয়ে দেয়া হবে এবং বিশেষ কারন না থাকলে পরবর্তী ৭(সাত) দিনের মধ্যে নিস্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বিল পরিশোধঃ

বিভিন্ন ব্যাংক, সদর দপ্তর, জোনাল অফিস ও সাব জোনাল অফিসে গ্রাহক বিল পরিশোধ করতে পারবেন।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগঃ

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩ এর নির্দিষ্ট "অভিযোগ কেন্দ্র" আপনার বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ জানানো হলে আপনাকে অভিযোগ নম্বর ও নিস্পত্তির সম্ভাব্য সময় জানিয়ে দেয়া হবে।

আভযোগ নম্বরের ক্রমানুসারে আপনার বিদ্যুৎ বিভ্রাট দূরাভুত করার লক্ষ্যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে যদি নির্ধারিত সময়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দূরীভুত করা সম্ভব না হয় তার কারণ গ্রাহককে অবহিত করা হবে।

নতুন সংযোগের জন্য সমীক্ষা ফিঃ

(ক) আবাসিক/বানিজ্যিক, ০১ ফেজ আবেদনের ক্ষেত্রে ১০০.০০।
(খ) সকল শ্রেনীর(১১ কেভি পর্যন্ত), ০৩ ফেজ আবেদনের ক্ষেত্রে ১,০০০.০০।
(গ) সকল শ্রেনীর(৩৩ কেভি), ০৩ ফেজ আবেদনের ক্ষেত্রে ২,০০০.০০।
(ঘ) সেচ সংযোগের ক্ষেত্রে ২৫০.০০ ।
(ঙ) যে কোন ধরণের অস্থায়ী/সাময়িক সংযোগ,
-০১ ফেজ এলটি এর ক্ষেত্রে ২৫০.০০;
-০৩ ফেজ এলটি এর ক্ষেত্রে ৫০০.০০;
-১১ কেভি এর ক্ষেত্রে ১,০০০.০০।
(চ) পোল স্থানান্তর/লাইন রুট পরিবর্তন/সমিতি কর্তৃক স্থাপিত সার্ভিস ড্রপ স্থানান্তর,
-একই ট্রান্সফরমারের আওতায় হলে ৫০০.০০;
- ভিন্ন ট্রান্সফরমারের আওতায় হলে ১,৫০০.০০।

নতুন সংযোগের জন্য জামানতের পরিমানঃ

* আবাসিক/সেচ, ২ কিলোওয়াট পর্যন্তঃ ৪০০.০০/কিঃওঃ;
আবাসিক/সেচ, ২ কিলোওয়াট এর উর্দ্ধেঃ ৬০০.০০/কিঃওঃ।
* বাণিজ্যিক/দাতব্য প্রতিষ্ঠানঃ ৮০০.০০/কিঃওঃ।
* শিল্পঃ১,০০০.০০/কিঃওঃ।
* প্রস্তাবিত সংযোগস্থলের সম্পত্তি বেসরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে লীজকৃত হলে-১,০০০.০০ অথবা সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে লীজকৃত হলে- ৫০০.০০ প্রতি কিঃওঃ হারে অতিরিক্ত নিরাপত্তা জামানত প্রযোজ্য হবে।

সংযোগ বিচ্ছিন্ন/পুনঃ সংযোগ ফিঃ

* বিদ্যুৎ বিল বকেয়ার কারনে সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃ সংযোগ ফি,
-০১ ফেজ এলটি এর ক্ষেত্রে ঃ৬০০.০০+৬০০.০০=১,২০০.০০;
-০৩ ফেজ এলটি এর ক্ষেত্রে ঃ১,৫০০.০০+১,৫০০.০০=৩,০০০.০০;
-০৩ ফেজ এমটি/এইচটি এর ক্ষেত্রেঃ৬,০০০.০০+৬,০০০.০০=১২,০০০.০০;
-০৩ ফেজ ইএইচটি এর ক্ষেত্রেঃ১০,০০০.০০+১০,০০০.০০=২০,০০০.০০।

গ্রাহকের অনুরোধে মিটার পরীক্ষা ফিঃ

*এলটি,০১ ফেজঃ ২০০.০০;
এলটি,০৩ ফেজঃ ৪০০.০০;
এলটি সিটি,০৩ ফেজঃ ৬০০.০০।
*এমটি/এইচটি,০৩ ফেজঃ ১,০০০.০০;
ইএইচটি,০৩ ফেজঃ ২,০০০.০০।

অস্থায়ী/সাময়িক বিদ্যুৎ সংযোগঃ

ধর্মীয় মেলা, আনন্দ মেলা, ধর্মসভা/ধর্মীয় অনুষ্ঠান, নির্মাণাধীন সাইট যেমন-রাস্তা, ব্রীজ ইত্যাদিতে অস্থায়ী সংযোগ দেওয়া যাবে কিন্তু নির্মাণাধীন বাড়ী, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কমপ্লেক্সে সাময়িক সংযোগ দেওয়া যাবে। সাময়িক সংযোগ ভবিষ্যতে স্থায়ী সংযোগ হিসাবে রূপান্তরিত করা যাবে।
অস্থায়ী সংযোগ হিসাবে কখনই স্থায়ী সংযোগ হিসাবে রূপান্তরিত করা যাবে না। এই জাতীয় সংযোগের ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলী ও নিয়মাবলী প্রযোজ্য হবে।
(ক) এই সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল অফিস কর্তক নির্ধারিত মূল্যের উপর ১১০% মূল্য প্রদান করতে হবে (ট্রান্সফরমার, লাইটিং এরেষ্টার , ফিউজ কাট আউট, মিটার, মিটার সকেট ব্যতীত)।
(খ) সংযোগ ও বিচ্ছিন্নকরণ ফি সহ বর্ণিত সংযোগ সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য লেবার খরচ প্রদান করতে হবে।
(গ) সংযোগের জন্য চুক্তিপত্রে উল্লেখিত সময়ের ব্যবহৃত ইউনিটের বিদ্যুৎ বিল অপরাপর চার্জ তফসিল জিপি অনুযায়ী করতে হবে।
(ঘ) যদি অস্থায়ী সংযোগের স্থিতিকাল ছয় মাসের অতিরিক্ত হয় তবে আবেদনকারী গ্রাহককে (ক),(খ),(গ) (হিসাবকৃত বিদ্যুৎ বিল) এর উল্লেখিত সকল খরচ অগ্রীম প্রদান করতে হবে।
(ঙ) যদি অস্থায়ী সংযোগের স্থিতিকাল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিংবা অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হইলে সমিতির সিনিয়র জিএম/বাপবিবোর্ড অনুমোদন দিতে পারবেন। এই ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী নিরাপত্তা জামানত প্রদান করতে হবে। এই ক্ষেত্রে মাসিক বিদ্যুৎ বিল তৈরী করা হবে।
(চ) ১। যদি পৃথক ট্রান্সফরমার স্থাপনের প্রয়োজন হয়ে থাকে তবে গ্রাহককে ট্রান্সফরমার স্থাপন অপসারণ খরচ ১ ফেজ এর ক্ষেত্রে ২,০০০.০০ এবং ৩ ফেজ ব্যাংক এর ক্ষেত্রে ৪,০০০.০০ পরিশোধ করতে হবে।
২। এই ক্ষেত্রে ১ ফেজের জন্য মাসিক ট্রান্সফরমার ভাড়া ১,০০০.০০ এবং ৩ ফেজ ব্যাংক এর ক্ষেত্রে ২,০০০.০০ অথবা প্রতি কেভিএ ৬০.০০ যেটা বেশী পরিশোধ করতে হবে।
(ছ) চুক্তি সমাপ্তির পর যখন অস্থায়ী সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়ে থাকে এবং গ্রাহক কর্তৃক ব্যবহৃত মালামাল ভাল/ পুনঃব্যবহারযোগ্য অবস্থায় স্টোরে ফেরৎ প্রদান করা হলে ব্যবহৃত মালামালের বিপরীতে ইতপূর্বে গ্রহীত ১১০% মূল্য হতে ১০০% হিসাবের বিপরীতে সমন্বয়/ ফেরৎ প্রদান করা হবে।
(জ) গ্রাহকের কারণে কোন মালামাল/যন্ত্রপাতি বিনষ্ট হলে তবে ১০০% মূল্য গ্রাহকের নিকট হতে আদায় করা হবে।
(ঝ) প্রকৃত বিদ্যুৎ ব্যবহার এবং উপরে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক অতিরিক্ত প্রদান বা গ্রাহকের কাছে পাওয়া থাকলে তাহা চূড়ান্তভাবে সমন্বয় করা হবে।

লোড বৃদ্ধিঃ

* লোড পরিবর্তন ফি প্রদান করতে হবে।
* পবিস-এর সাথে নতুন চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।
* লোড বৃদ্ধির জন্য বর্ধিত লোড অনুযায়ী কিলোওয়াট প্রতি বিদ্যমান হারে জামানত প্রদান করতে হবে।
* অতিরিক্ত লোডের জন্য সার্ভিস তার/মিটার বদলানোর প্রয়োজন হলে উক্ত ব্যয় গ্রাহককে বহন করতে হবে।
* গ্রাহক বর্ধিত লোড গ্রহনে প্রস্তুত হলে প্রাক্কলন ও জামানতের অর্থ জমা দানের ৭(সাত) দিনের মধ্যে লোড বৃদ্ধি কার্যকর করা হবে। যদি লোড বৃদ্ধি করা সম্ভবপর না হয় তবে তার কারণ জানিয়ে গ্রাহককে একটি পত্র দেয়া হবে।

গ্রাহকের মালিকানা পরিবর্তন পদ্ধতিঃ

অফিস কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত ফরমে গ্রাহক ক্রয় সূত্রে/ওয়ারিশ সূত্রে জায়গা বা প্রতিষ্ঠানের মালিক হলে সকল দলিলের সত্যায়িত ফটোকপি ও সর্বশেষ পরিশোধিত বিলের কপি সহ নির্ধারিত ফি অফিসে জমা করে আবেদন করতে হবে।
সরেজমিন তদন্ত করে নাম পরিবর্তনের জন্য বিদ্যমান হারে নতুনভাবে জামানত প্রদান করতে হবে। গ্রাহক জামানত বাবদ উক্ত বিল অফিসে পরিশোধ করে তার রশিদ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দিলে ৭(সাত) দিনের মধ্যে মালিকানা পরিবর্তন কার্যকর করা হবে।
ভবিষ্যত জটিলতা নিরসনকল্পে মিটারের দাতা ও গ্রহীতা একত্রে উপস্থিত থাকা বাঞ্চনীয়।

অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার, মিটার, মিটারে হস্তক্ষেপ, বাইপাস, বিনা অনুমতিতে সংযোগ গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইনগত ব্যবস্থাঃ

বিদ্যুৎ আইনের {(Electricity Act, 1910 & As Amended The Electricity (Amendment) Act, 2006} ৩৯ ধারা অনুসারে এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১বছর জেল এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। তাছাড়া অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্যের ৩ গুণ হারে (পেনাল্ হারে) আদায় করা হবে।
এছাড়াও উক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারের দ্বারা যদি বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, মিটারিং সচল করা গেলে মেরামত খরচ অথবা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত বা পুনরায় সচল করা যাবে না এরূপ সরঞ্জামের জন্য পূনঃস্থাপনের ব্যয় সহ প্রকৃত মূল্য আদায় করা হবে।

বিশেষ অনুরোধঃ

বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে রশিদ ব্যতিত কাউকে কোন প্রকার অর্থ প্রদান করবেন না। কাঙ্খিত সেবা না পাওয়া গেলে/ সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে নিম্নোক্ত কর্মকর্তার মোবাইল নম্বরে অভিযোগ করা যাবে-
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার ঃ-০১৭৬৯৪০০৬৮৮।

উল্লেখ্য যে, বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত সকল ফি/শর্তাবলী সরকারী/ বাপবিবোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য।